বর্নাঢ্য আয়োজনে মেহেরপুরে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালিত

‘বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় শেখ হাসিনার অবদান, বিনামূল্যে লিগ্যাল এইডে আইনি সেবাদান’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে মেহেরপুরে জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গনে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২৩ পালিত হয়েছে।

শুক্রবার (২৮ এপ্রিল) সকাল সাড়ে আটটার সময় শান্তির প্রতীক পায়রা ও বেলুন উড়ানো সহ এক বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। পরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এবং মেহেরপুর জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ শহিদুল্লাহর সভাপতিত্বে এবং সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুস সালাম, বিচারক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল মোঃ তোহিদুল ইসলাম, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সার্কেল আজমল হোসেন, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক,জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি কামরুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ হারুন বিন জুয়েল, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ অলোক কুমার দাস, এ্যাড. সাথী বোস, সরকারী কোশলী এ্যাড. গোলাম মোস্তফা সহ সেবা গ্রহিতা পারুল খাতুন ও উজ্জল হোসেন।

আলোচনা সভায় জেলা লিগ্যাল এইডের কার্যক্রম তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার সেলিম রেজা। চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ

বিনির্মানে লিগাল এইড অনন্যা ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের যে কোন মানুষ ১৬৪৩০ টোল ফ্রি নাম্বারে কল করে বা সরাসরি লিগাল এইড

অফিসে এসে আইন গত সহায়তা নিতে পারে। বাংলাদেশের প্রান্তিক ও গ্রামীণ জনপদের দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগন যাতে মামলা পরিচালনার ব্যায়ভার মেটাতে না পেরে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না হয় সেই লক্ষে শেখ হাসিনা ২০০০ সালে জেলা পর্যায়ে লিগাল এইড বা আইনগত সহায়তা কেন্দ্র চালু করেন, পরবর্তীতে ২০১১ সালে আইন সংশোধন করে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আইনগত সহায়তা কেন্দ্রের সেবা বিস্তৃত করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রচারণার অভাবে এ কার্যক্রম ততোটা গতি না পেলেও বর্তমানে অনেক মানুষ লিগাল এইড থেকে আইনি সহায়তা পেয়ে উপকৃত হচ্ছে। এতে আদালতে মামলার চাপও অনেকটা কমেছে।’

দামুড়হুদায় জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

“বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায়, শেখ হাসিনা’র অবদান বিনামূল্যে লিগ্যাল এইডে আইনি সেবাদান” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দামুড়হুদায় জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২৩ উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে আজ শুক্রবার উপজেলা লিগাল এইড কমিটির আয়োজনে সকাল সাড়ে ৯টায় র্যালি ও সকাল ১০ টায় উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা লিগাল এইড কমিটির সদস্য সচিব ও দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আরিফুল ইসলাম মিলন, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মশিউর রহমান, দামুড়হুদা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কুতুবউদ্দিন, দেউলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহানারা পারভীন, দশমী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র পাল, হাউলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সিরাজুল হক, বাস্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

হাসমোতারা, নাপিতখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তমাল উদ্দিন, উজিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সেলিম উদ্দিন, নতুন বাস্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মতিয়ার রহমান। উপজেলা প্রশাসনিক কর্মকর্তা ফয়জুল ইসলাম, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আনিছুর রহমান, হাফিজুর রহমান, আবু সায়েম নিয়াজ প্রমূখ।

সভায় বক্তারা বলেন লিগাল এইড মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র একটি মহতী উদ্যোগ। ন্যায় সঙ্গত ভাবে সবাই যেনো সমভাবে আইনি সহায়তা পায়, গরিব অসহায় দূস্থ ব্যক্তিদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পেতে এবং যে কোন পর্যায়ের ব্যক্তির আইনগত পরামর্শ গ্রহণ ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে করতে পারবেন। বিরোধ হলেই মামলা নয়, লিগাল এইড অফিসে আপোষও হয়। পারিবারিক, দেওয়ানি এবং আপোষ যোগ্য মামলায় বিজ্ঞ আদালত থেকে প্রেরণ করলে কিংবা সরাসরি লিগাল এইড অফিসে অভিযোগের মাধ্যমে পক্ষদের মধ্যে লিগাল এইড অফিসারের মধ্যস্থতায় আপোষ করতে পারিবেন। আপোষ মাধ্যমে নিষ্পত্তিতে উভয়পক্ষ লাভবান হয় এবং সময় ও অর্থের অপচয় রোধ হয়।

মেহেরপুরে সেই চার সাংবাদিকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের ভিডিও ধারণ করা তারপর ব্ল্যাকমেইল করে অর্থ আদায় চক্রের হোতা মেহেরপুরের চার সাংবাদিকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দিয়েছে পুলিশ।

গত ১১ এপ্রিল মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে চার্জশিট জমা দেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবির এস আই আশরাফ আলী। মামলায় শিল্পতি হাবিবুর রহমান, অ্যাড. কামরুল ইসলামসহ ১৮ জনকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। এবং ১০জনকে সাক্ষী করা হয়েছে। আগামী ৮মে এই মামলার দিন ধার্য রয়েছে বলে একটি সূত্রে জানা গেছে।

অভিযুক্তরা হলেন- বাংলাভিশন ও নিউজ ২৪ চ্যানেলের মেহেরপুর

প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্য, ডিবিসি টেলিভিশনের সাংবাদিক আবু আক্তার করন, দেশ টিভির সাংবাদিক রোকসানা আরা, এশিয়ান টিভির সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনি, কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন জোয়ার্দার, আব্দুস সালাম, হাসিবুল হক জয়, নেহাল আল মুকিত, শাহাজান আলী, মোছা. রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা। এদের মধ্যে মিজানুর রহমান জনি, নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, মতিয়ার রহমান, মামুন জোয়ার্দার, হাসিবুল হক জয়, শাহাজান আলী, নেহাল আল মুকিত পুলিশের হাতে আটক হয়ে হাজতবাস করেছেন। বর্তমানের তারা জামিনে আছেন। বাকিরা আত্মগোপনে রয়েছেন।

জানা গেছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১),৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্যবলে প্রমানিত হওয়ায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান ও ওই সময় পুলিশের তথ্য থেকে জানা যায়, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজ্জনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো। তাদের পৃষ্ঠপোষক করতো মেহেরপুরের চার সাংবাদিকও।

জানা গেছে, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন। মামলা দেওয়ার পর পুলিশ বিভাগ তদন্ত শুরু করেন। তদন্তে নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসে। তদন্তের অংশ হিসেবে হোটেল আটলান্টিকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ হোটেল মালিক মতিয়ার, তার ছেলে মামুন ও ছন্দা খাতুনকে আটক করে। তার আগে মামলার দিনই পুলিশ শহরের হোটেল বাজার এলাকা থেকে নাজনিন খান প্রিয়াকে আটক করে।

ওই মেহেরপুরের জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে ছন্দা খাতুন ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী প্রদান করেন। জবানবন্দীর ওই কপি মেহেরপুর

প্রতিদিনে এসে পৌছালে গত বছরের ১ ডিসেম্বর মেহেরপুর প্রতিদিন জবানবন্দী নিয়ে ফলাও করে তার প্রকাশ করলে মেহেরপুর সহ সারাদেশে ওই সংবাদ আলোড়ন সৃষ্টি করে।
জবানবন্দীতে ছন্দা খাতুন এই চক্রের মুখোশ খুলে দেয়। তার জবানবন্দীতে মেহেরপুরের চার সাংবাদিক, কয়েকজন নারীর কথা উঠে আসে। উঠে আসে কয়েকজন আইনজীবীর কথাও। তবে জবানবন্দীতে দেওয়া তথ্যমতে প্রায় সব আসামি পুলিশের চার্জশিটে অভিযুক্ত হলেও কামরুল ইসলাম ওই আইনজীবীকে চার্জশীট থেকে পুলিশ অব্যহতি দেয়।

ছন্দার জবানবন্দী থেকে ওই সময় জানা যায়, বিগত ২/৩ বছর যাবৎ সাংবাদিক তুহিন অরন্য, আবু আক্তার করন, মিজানুর রহমান জনি, রেকসোনা, মানবতার চোখের সাংবাদিক শাহজাহান মেয়েদের মধ্যে বর্ষা, নুসরাত, প্রিয়া, হোটেল মালিক এর ছেলে মামুন সহ অজ্ঞাতনামা কয়েক জন মিলে মেহেরপুর আটলান্টিক হোটেলে কৌশলে ভিডিও ধারন করে ও ব্লাকমেইল করে বিভিন্ন ধনী ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, বড় চাকুরীজীবীসহ বিভিন্ন লোককে এই ফাঁদে ফেলে চাঁদা আদায় করে চলেছে। মামুন তাকে প্রতি নিয়ত ভিডিও ফাঁস করার ভয় দেখিয়ে ব্যবহার করতো। সাংবাদিক রেকসোনা, বর্ষা, প্রিয়া, রুপা, নুসরাত এরা বেশি বাইরে যেয়ে বিভিন্ন মানুষের সাথে ঘনিষ্ট হয়ে ভিডিও ধারন করে চাঁদা দাবী করে। পুলিশ এর কথা বললে মতিয়ার তাকে জানায় পুলিশকে প্রতি মাসে টাকা দিয়ে কিনে রেখেছি। পুলিশ তার কিছুই করতে পারবে না। মতিয়ার এই ব্যবসা করে প্রচুর টাকার মালিক হয়েছে। আমঝুপির মৃত মোজাফফর হোসেনের ছেলে সাইদ ওই হোটেলে নিয়মিত যাওয়া আসা করে। কিছুদিন আগে তাকে ব্ল্যাক মেইল করেও অনেক টাকা নিয়েছে এই চক্রটি।

এদিকে, হোটেল আটলান্টিকার কাণ্ড নিয়ে তোলপাড় শুরু হলে ক্রমশই হোটেলটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান। বর্তমানে হোটেল আটলান্টিক বন্ধ ঘোষনা করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

চুয়াডাঙ্গায় জোড়া খুন মামলার

অন্যতম পলাতক আসামী হৃদয় গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার চাঞ্চল্যকর জোড়া খুন মামলার অন্যতম পলাতক আসামী হৃদয়কে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬।

গত ২৫ এপ্রিল বিকেলে স্থানীয় মোছাঃ ছামেনা খাতুন কাপড় ক্রয় করার জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলা সদর থানাধীন ভালাইপুর বাজারের মঙ্গল মার্কেটে যায়। সেখানে কাপড় ক্রয়-বিক্রয়কে কেন্দ্র করে আশরাফুল বস্ত্রালয়ের কর্মচারী রিয়ন এর সাথে তার বাকবিতন্ডার সৃষ্টি হয়। মোছাঃ ছামেনা খাতুন বাড়িতে গিয়ে বিষয়টি তার ছেলে মোঃ টিপুকে জানায়। মোঃ টিপু তার বন্ধু ভিকটিম সজল ও মামুনদ্বয়কে নিয়ে একই তারিখ রাতে বাজারে গিয়ে কর্মচারী রিয়নকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তখন মোঃ টিপুদের সাথে রিয়নের পক্ষের লোকজনদের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। একপর্যায়ে রিয়নের পক্ষের লোকজন ধারালো চাকু, হাসুয়া ইত্যাদি দেশীয় অস্ত্র দিয়ে ভিকটিম সজল ও মামুনকে এলোপাতাড়িভাবে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে।

তাৎক্ষনিক স্থানীয় লোকজন তাদেরকে চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ভিকটিম সজল ও মামুনদ্বয়কে মৃত ঘোষণা করে। এ বিষয়ে ভিকটিম মামুনের ভাই স্বপন আলী বাদী হয়ে গত ২৬ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং জনমনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

এরই ধারাবাহিকতায় আজ বৃহস্পতিবার র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল গোপন তথ্যের মাধ্যমে জানতে পারে যে, উক্ত চাঞ্চল্যকর জোড়া খুন মামলার অন্যতম পলাতক আসামী হৃদয় চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর থানা এলাকায় অবস্থান করছে।

প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আভিযানিক দলটি একই তারিখ চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর থানাধীন হুসুকপাড়া এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে উক্ত হত্যা মামলার অন্যতম পলাতক আসামী- হৃদয়(২৭) কে গ্রেফতার করে।

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট ময়না মেম্বর কারাগারে

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট মহাজনপুর ইউনিয়নের মেম্বর ময়নদ্দিন ওরফে ময়নার জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

গতকাল বুধবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মুজিবনগর আমলী আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তার জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ময়নদ্দিন ওরফে ময়না মেম্বর মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য।

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট পরিচালনা করে ময়না মেম্বর কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। মেহেরপুর শহরের নীলমনি সিনেমা হলপাড়ায় ৬তলা ভবন তৈরি, নিজ গ্রাম কোমরপুরে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন ময়না মেম্বর। এছাড়া ভাইয়ের নামে ভাটা ব্যবসা করেন ময়না মেম্বর।

মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ ও পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার এড়াতে আত্মগোপনে থাকেন ময়না। বেশ কিছুদিন ভারতে পালিয়েও ছিলেন তিনি। পরে উচ্চ আদালত থেকে অন্তবর্তীকালীন জামিন নিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ২৫ নভেম্বর রাতে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও মেহেরপুর সাইবার ক্রাইম অপরাধ বিভাগের এস আই এস এম মনিরুজ্জামান মিলনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম কোমরপুর থেকে জিহাদ আলীকে আটক করে। জিহাদ আলী ময়না মেম্বারের সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো।

এর আগে ২৫ আগষ্ট বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েল নামে প্রথম এক অনলাইন এজেন্ট আটক করে ডিবি পুলিশ। রয়েলের দেওয়া স্বীকারোক্তীতে ১১ নম্বর মামলার আসামি দেখা হয়েছিলো জাহিদ ওরফে শিমুলকে। শিমুল একাধারে ময়না মেম্বরের মাসুদ, রুবেল, নাসির শাহ পাশাপাশি মেহেরপুরিয়ান সপের মালিক ও মহাজনপুরের হেলালের সাব এজেন্ট হিসেবেও কাজ করতো।

ওই সময় জাহিদকে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী গ্রহণ করেন। জিহাদ আলী প্রথমে ময়না মেম্বার, মাসুদ ও রুবেলের সাব এজেন্ট গোপালপুরের এবং পরিচালনা করতো এবং পরে নাসির শাহ মহাজনপুরের হেলালের সাব এজেন্ট হিসেবে মাসিক বেতনে কাজ করতো বলে আদালতে স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

জানা গেছে, জিহাদ ওরফে শিমুলের কাছে থেকে পুলিশ মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। যে মোবাইলে ০১৮৩২-৫৩০৯১৫ ও ০১৯৮৮-২৩২৯৯৫ নম্বরের দুটি সিম ছিলো। মোবাইলে অনলাইন জুয়া পরিচালনাকারী রেড্ডি অ্যাপসে সাব এজেন্ট ৮৪৪২ এ ৮লাখ ৬৮৮৫৯ টাকা ব্যালেন্স ছিলো। অনলাইন জুয়ার চ্যানেল ফাজনাত নগদ এ ৬ লাখ ৬৮ হাজার৬৩৬ টাকা, ফাজনাত উপায় এ ৮লাখ ৭হাজার ৯০৩ টাকা ব্যালেন্স পাওয়া যায়।

এসময় আসামী শিমুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে জানায়, সে দীর্ঘদিন ধরে অনলাইন জুয়ার চ্যানেল মালিক কোমরপুর গ্রামের আনছার মেম্বারের ছেলে বর্তমান মেম্বর ময়নদ্দিন ওরফে ময়না মেম্বার, বলিয়ারপুর গ্রামের মুনসুর আলীর ছেলে মো: মাসুদ, কোমরপুর গ্রামের আনারুলের চৎরাধপ রুবেলের চ্যানেলের সাব এজেন্ট হিসেবে কোমরপুর গ্রামের আনারুলের ছেলে রুবেলের চ্যানেলের সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো। পরবর্তিতে পুলিশের অভিযান শুরু হলে তাদের কাজ বন্ধ করে দেয়। পরবর্তিতে গোপালপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে নাসির শাহ ও মহাজনপুর গ্রামের আব্দুস সাত্তার বাটুলের ছেলে হেলালের ওয়ান এক্স বেটের সাব এজেন্ট হিসেবে বেতনভুক্ত হয়ে কাজ করতো এবং মাসিক ১৫ হাজার টাকা বেতন পেতো। বর্তমানে ওয়ান এক্স বেটের ফাজনাত বিকাশ, ফাজনাত উপায় ও ফাজনাত নগদ নামে তিনটি অনলাইন জুয়ার সাব এজেন্ট পরিচালনা করছিলো।

আরো জানা যায়, জিহাদ আলী ব্যবহৃত সাব এজেন্টের সিমগুলো জাতীয় পরিচয় পত্র তৈরি রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, রংপুরসহ কয়েকটি জেলার নাম দিয়ে করে অনলাইন জুয়ার পরিচালনা করে আসছিলো।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত অবৈধ ই ট্রানজেকশনের মাধ্যমে রাশিয়ান অনলাইন জুয়া সাইট ওয়ান এক্স বেট ও মেলবেটের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোটি কোটি টাকা পাচার করছেন অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা। আর এ কাজে সহযোগীতা করছেন মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায় এর সাথে সেলস প্রতিনিধিরা। তারা মোটা টাকার বিনিময়ে জাল পরিচয়পত্র তৈরি করে অনলাইন জুয়ার এজেন্টের

এজেন্ট সরবরাহ করছেন।

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর, মহাজনপুর, গোপালপুর, সদরের টুঙ্গী, মেহেরপুর শহর, গাংনীর গাড়াডোবসহ বেশ কয়েকটি গ্রামে অনলাইন জুয়ার দূর্গ গড়ে উঠেছে। এসব দূর্গে পুলিশ হানা দিয়ে এ পর্যন্ত ২৭ জনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের অভিযানের পাশাপাশি মেহেরপুর প্রতিদিনও ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে । ফলে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা একরকম কোনঠাসা হয়ে পড়ে। গ্রেফতার এড়াতে অনেকেই আত্মগোপনে রয়েছেন, অনেকেই রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয়ে রয়েছেন। মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন শত শত কোটি টাকা

সেই মীর কামরুজ্জামান লেলিনের বিরুদ্ধে পিবিআইয়ের তদন্ত রিপোর্ট জমা

অ্যাডভোকেট না হয়েও নামের পূর্বে অ্যাডভোকেট লিখা, জমি অন্যের জেনেও জাল দলিল তৈরী করে তা নামজারি করাসহ নানা তথ্য প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।

পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কুষ্টিয়ার পরিদর্শক মো: রবিউল আলম এসব তথ্য দিয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।

তদন্ত প্রতিবেদনে ৫ জনকে অভিযুক্ত করা হলেও মামলার আসামী সাহারবানু মারা যাওয়ায় তাকে মামলার দায় থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যও সুপারিস করা হয়েছে।

এ মামলায় আসামি করা হয়েছে মীর কামরুজ্জামান ওরফে লেলিন, তার ভাই আব্দুর রহিম (৬০), আব্দুল করিম (৬২) ও বোন নিলুফা ইয়াসমীন (৫১)। এ মামলার প্রধান আসামি মীর কামরুজ্জামান লেলিন এর বিরুদ্ধে পেনাল

কোডের ১৯৩/১৯৬/৪০৬/৪২০/৪০১৭/৪১৯/৪৬৪/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ ধারায় অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে।

এছাড়া ভাই আব্দুল করিম, আব্দুর রহিম ও নিলুফা ইয়াসমীনের বিরুদ্ধে পিতা এবং স্বামীর সম্পত্তি নয়, জেনেও অপরের সম্পত্তি তার পিতার সম্পত্তি হিসেবে জালিয়াতি পূর্বক সৃজন করে তা সঠিক হিসেবে ব্যাবহার করে জাল দলিল তৈরী করা ও তা নামজারি করায় তাদের বিরুদ্ধে পেনাল কোর্ডের ১৯৩/১৯৬/৪০৬/৪২০/৪১৭/৪১৯/৪৬৪/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৩৪ ধারায় প্রাথমিকভাবে অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে বলে তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে কামরুজ্জামান লেলিন, তার ভাই আব্দুল করিম, আব্দুর রহিম ও বোন নিলুফা ইয়াসমীন একই গ্রামের মেম্বর আজগর আলী, আব্দুল মান্নান ও লুৎফর রহমান শাহ’র ১৫ শতক জমি জাল দলিল করে রেজিস্ট্রি করে নেন মীর কামরুজ্জামান। এই জমি শুধু জাল করে রেজিস্ট্রি করেই ক্ষান্ত হননি খারিজ করে নেন। জমির দাগ নং ৪৪৪৪ ও ৪৪৫০, যার দলিল নং ৯০৯৩/১৪।

এঘটনায় মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় সরকার,“ প্রতিবেশী, আপন ভাই বাদ যায়নি কেউ মীর কারুজ্জামানের হাত থেকে, প্রতারনায় ছুঁয়েছেন আসামন” শিরোনামে বিগত ১২/০৪/২০২২ ইং তারিখে একটি সংবাদ প্রকাশ হয়। সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতের বিজ্ঞ বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ স্বপ্রণোদিত মামলা করেন। মামলাটি পিবিআইকে তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। প্রতিবেদনে মীর কামরুজ্জামান ও তার দুই ভাই আব্দুর রহিম, আব্দুল করিম ও বোন নিলুফা ইয়াসমীনকে আসামি করা হয়। তার মাকেও এই মামলায় আসামি করা হয়েছিল। তার মা মারা যাওয়ায় মামলা থেকে অব্যহতি দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, মীর কামরুজ্জামান লেলিন নিজেকে কখনো হাইকোর্টের আইনজীবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিকসহ নানা ভূয়াঁ পরিচয় দিয়ে মানুষের সাথে প্রতারণা করে আসছিলেন। মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় তাকে নিয়ে দীর্ঘ অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এ রির্পোট লেখা পর্যন্ত কামরুজ্জামান লেলিন গ্রেফতার এড়াতে গা ঢাকা দিয়েছেন।

দর্শনায় ৫ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যাবসায়ী গ্রেফতার

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ভারতীয় ৫ কেজি গাঁজা সহ আরমান মিয়া ও রেজোয়ান নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

আজ বুধবার সকাল ১০ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদের নেতৃত্বে থানার এসআই আহাম্মেদ আলী বিশ্বাস সঙ্গীয় অফিসার এএসআই বশির আহম্মেদ, এএসআই হাসানুল বান্না সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা পৌর এলাকার শান্তিপাড়ায়।

এসময় উক্তপাড়ার মৃত সেকেন্দারের ছেলে সোহাগের মালিকানাধীন বাড়ি অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ মাদক বিরোধেী অভিযান পরিচালনা কালে বাড়ির ভাড়াটিয়া লিটনের ছেলে আরমান মিয়া (২৫) এর ভাড়াবাড়ীর সিড়ি ঘরের খড়ির গাদার নিচে থেকে অবৈধ মাদকদ্রব্য ৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার সহ গ্রেফতার করা হয় লিটনের ছেলে আরমান মিয়া (২৫) ও মোবারকপাড়ার মৃত রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে রেজোয়ানকে (২৪)।

গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ তাদের দুজনকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করছে।

আলমডাঙ্গায় পাখিভ্যান চোরচক্রের তিন সদস্য আটক,

১১টি ব্যাটারি জব্দ

আলমডাঙ্গায় পাখিভ্যানের ব্যাটারি চোর চক্রের তিন সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে চোরাই ১১টি ব্যাটারি জব্দ করা হয়েছে।

বুধবার (২৬ এপ্রিল) ভোর সাড়ে ৫ টায় পৌর এলাকার পশুহাট রোডস্থ বাবুল সাইকেল স্টোর ও পাখিভ্যান হাউজ নামক দোকান থেকে তাদের আটক করে থানা পুলিশ।

আটককৃতরা হলেন- আসাননগর দক্ষিণপাড়া গ্রামের মিন্টু আলীর ছেলে শাওন আলী (২০),বকসিপুর খালপাড়া গ্রামের আসাদুল খন্দকারের ছেলে রাসেল আহমেদ (২১), কুমারি কারিগরপাড়ার মৃত সামসুদ্দীনের ছেলে বাবুল হোসেন (৪৪)।

বুধবার সকালে এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ।

তিনি জানান, বুধবার রাতে উপজেলার আসাননগর গ্রামের শাওনকে নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়। তার দেওয়া গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পৌর এলাকার পশুহাট সংলগ্ন রোডে বাবুল সাইকেল স্টোর ও পাখিভ্যান হাউজে ব্যাটারি বিক্রয়ের সময় চোরচক্রের সদস্য রাসেল আহমেদকে পুলিশ আটক করে। চুরিকৃত মালামাল কেনার অপরাধে দোকান মালিক বাবলুকেও আটক করে পুলিশ। এসময় উদ্ধার করা হয় পাখিভ্যানের ১১ টি চোরাই ব্যাটারি।

তিনি আরও জানান, আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এই চোর চক্রের সদস্যরা মোবাইল, ব্যাটারি চালিত পাখিভ্যান, ইজিবাইক, সাইকেলসহ বিভিন্ন মালামাল চুরি করে আসছিলেন। আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদে তারা বিভিন্ন জায়গায় ব্যাটারিসহ অন্যান্য মালামাল চুরির কথা স্বীকার করেছেন। এই চক্রে আরও বেশ কয়েকজন সদস্য রয়েছেন। বাকিদেরও আটকের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

দামুড়হুদায় জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষে সেমিনার অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষে আইনগত সহায়তা বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার দুপুর ৩টায় উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটির আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটির সভাপতি ও দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু’র সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার (সিনিয়র সহকারী জজ) মো: সাইফুদ্দীন হোসাইন।

উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটির সদস্য সচিব ও দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউএনও রোকসানা মিতা’র সঞ্চালনায় এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার সাকী সালাম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আ: করিম বিশ্বাস, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার এসআই শেখর চন্দ্র মল্লিক, দর্শনা থানার অফিসার এসআই সোহেল রানা, দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আরিফুল ইসলাম মিলন, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক শেখ হাতেম, প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মশিউর রহমানসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা বৃন্দ।

মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযানে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে পলাতক

আসামী গ্রেফতার

মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে দুর্ধষ পলাতক আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার ভোর হযরত শাহজালাল (র:) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের সহায়তায় মুজিবনগর এলাকায় ত্রাস সৃষ্টিকারী, হত্যা, ডাকাতি ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনসহ ০৮ টি বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত দুর্ধষ পলাতক আসামী উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের যতারপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলাম সিরাজ এর ছেলে সেলিম রেজাকে (৩৫) গ্রেফতার করে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

মুজিবনগর থানা সুত্রে জানা গেছে, মুজিবনগর থানা অফিসার ইন-চার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেলের দিকনির্দেশনায় মুজিবনগর থানার এসআই উত্তম কুমার, এএসআই আব্দুল মালেক ও সঙ্গীয় ফোর্স এয়ারপোর্ট এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আসামীকে গ্রেফতার করে।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেল জানান, অপরাধ সংঘটিত করে উক্ত আসামি সুকৌশলে পালিয়ে গিয়ে দীর্ঘদিন মালয়েশিয়ায় পলাতক অবস্থায় ছিল। গোপন সংবাদ পাওয়া যায় সে গোপনে বাংলাদেশে আসছে এর উপর ভিত্তি করে অভিযান চালিয়ে তাকে এয়ারপোর্ট থেকে গ্রেফতার করা হয়। আসামীকে প্রয়োজনীয় পুলিশ প্রহরার মাধ্যমে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে তিনি জানান।